গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা)

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৭০.০০৮.০২৯-১৩(অংশ-২)- ৬৪৭ তারিখঃ ১৪ মে ২০১৭ খ্রিঃ।

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৩/বি-১৮, মৌচাক টাওয়ার, মালিবাগ, ঢাকা।

বিষয় : **২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে সাধারণ বরাদ্দ হিসেবে রক্ষিত অর্থের ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ প্রসংগে।**

মহোদয়,

অর্থ বিভাগের ৩০.০৮.২০০০ তারিখের সম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৪৬/৯৭/৪৬৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে সিটি কর্পোরেশনসমুহের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০৩.০০ কোটি (তিনশত তিন কোটি) টাকা হতে অনুমোদিত বিভাজনে সাধারণ বরাদ্দ হিসেবে রক্ষিত ২৫৩.০০ কোটি (দুইশত তিপান্ন কোটি) টাকার **৪র্থ কিস্তি বাবদ ১০৩.০০ কোটি (একশত তিন কোটি) টাকা হতে** বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে **৪র্থ** কিস্তিতে ১১.০০ কোটি (এগার কোটি) টাকা অবমুক্তকরণে নির্দেশক্রমে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছিঃ

২। এই ব্যয় চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং-৩৩, হিসাবের খাত ৫-৩৭০১-৭৪৬০-৭২৩১ সিটি কর্পোরেশসনমূহের জন্য থোক বরাদ্দ-মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত ৩০৩.০০ কোটি (তিনশত তিন কোটি) টাকা হতে মিটানো হবে।

৩। এই অর্থ ছাড় করণে অর্থ বিভাগের ৩০/০৪/২০১৭ তারিখের ০৭.১১১.০১৪.০১.০১.০০৩.২০১১-২৪৬ নম্বর স্মারকে নিম্নোক্ত শর্তে সম্মতি প্রদান করা হয়েছেঃ

(ক) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPR'২০০৮ অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে;

(খ) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

(গ) আগামী অর্থবছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের সময় চলতি অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ কোন কোন খাতে এবং কি পরিমান অর্থ ব্যয় হয়েছে সে বিষয়ে উপখাত অনুযায়ী ব্যয় বিবরণী প্রেরণ করতে হবে; এবং

(ঘ) ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ৩০ শে জুন ২০১৭ এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

৪। বাজেটভূক্ত নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত অন্য কোন খাতে এই অর্থ কোন অবস্থাতেই ব্যয় করা যাবে না। স্যানিটেশন সুবিধা ১০০% নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের ২০% অর্থ স্যানিটেশন কাজে ব্যয় করতে হবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন যথাসময়ে অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৫। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মঞ্জুরীকৃত অর্থের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি এই অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত নিয়মাচার ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করবেন।

১৪/৫/২০১৭

মোঃ মাহমুদুল আলম
উপ সচিব।
ফোনঃ ৯৫৭৩৬২৫।

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৭০.০০৮.০২৯-১৩(অংশ-২)-৬৪৭/১(১১) তারিখঃ ১৪ মে ২০১৭ খ্রিঃ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (দৃঃ আঃ সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১১শাখা)।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৩. ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস, বরিশাল বিভাগ।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬. মেয়রের একান্ত সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৭. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৮. বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৯. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
১০. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১. অফিস নথি।

১৪/৫/১৭

মোঃ মাহমুদুল আলম
উপসচিব।